শ্রেণীবিভাগে সব শেষে বলা হয়েছে সঘোষ-অঘোষ ধ্বনি ও মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ধ্বনির কথা, যারা এই বিভাগের অতি পরিচিত নাম।

এভাবেই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনাটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

১.২.৭ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ

ডঃ রামেশ্বর শ – সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

অনুশীলনী – ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন এবং উত্তর করা হয়ে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে প্রদত্ত উত্তর-সংকেতের সাথে মিলিয়ে নিন উত্তরগুলি।

১) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক্() চিহ্ন দিন।

ক) বাংলা ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট

১) ১২টি

২) ১৩টি

৩) ১৫টি

খ) ওষ্ঠকে দু'দিকে (অর্থাৎ দুই কানের দিকে) প্রসারিত করে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণ করা হয়, তাকে বলে

১) কুঞ্চিত স্বরধ্বনি

২) প্রসারিত স্বরধ্বনি

৩) মধ্যস্থ স্বরধ্বনি

গ) সম্মুখ স্বরধ্বনি বলা হয় এই স্বরধ্বনিগুলিকে –

১) অ, ও, উ

২) আ

৩) ই, এ, অ্যা

ঘ) ‘ঋ’ – এর উচ্চারণ স্থান মূর্ধা বলে একে বলা হয়

১) ওষ্ঠ্য বর্ণ

২) কণ্ঠতালব্য বর্ণ

৩) মূর্ধন্য বর্ণ

ঙ) গান, আবৃত্তি বা রোদনের সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ নির্বিশেষে কোন স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘতর হলে সেই স্বরটিকে বলা হয়

১) প্লুতস্বর

২) অঙ্গীস্বর

৩) মুদ্রাস্বর

চ) যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশ্রিত হয় না তাকে বলে

১) মূর্ধন্য ধ্বনি

২) নাসিক্য ধ্বনি

৩) অঘোষ ব্যঞ্জন

ছ) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে দন্তমূলীয় ধ্বনির উদাহরণ হল –

১) র্, ল্, ন্ ধ্বনি

২) প্ ও ফ্ ধ্বনি

৩) শ্, স্, ষ্ ধ্বনি

জ) ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগের দুটি মানদণ্ড হল উচ্চারণ-স্থান এবং

১) উচ্চারণ-মুহূর্ত

২) উচ্চারণের দৈর্ঘ্য

৩) উচ্চারণ-প্রকৃতি

ঝ) ধ্বনির মহাপ্রাণতাকে চিহ্নিত করা হয় এই বর্ণটি দ্বারা –

১) ল্

২) হ্

৩) ক্

ঞ) প্রকৃতিগত ভাবে স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ হল

১) ঘৃষ্টধ্বনি

২) হ্রস্বধ্বনি

৩) শীৎকার ধ্বনি

ট) উষ্মধ্বনির অপর নাম কি

১) তাড়িত ধ্বনি

২) বৈচিত্র্য ধ্বনি

৩) শিস্‌ধ্বনি

ঠ) বাংলা ভাষায় পার্শ্বিক নৈকট্য ধ্বনির উৎকৃষ্ট ধ্বনি হল

১) অ ও আ

২) র্, ড়্

৩) ল্

২) নিচের বাক্যগুলির মধ্যে কোনগুলি শুদ্ধ ও কোনগুলি অশুদ্ধ নিচের চিহ্নিত স্থানে লিখুন।

ক) ধ্বনির খোঁজ করতে গেলে দৃষ্টি দিতে হবে বাংলা বর্ণমালার প্রতি। এই বাংলা বর্ণমালা এসেছে ল্যাটিন বর্ণমালা থেকে। .....

খ) ং ও ঃ – কে অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। .....

গ) যে ধ্বনি উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরের মধ্যে কোন না কোন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্গত হয়, তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। .....

ঘ) 'ই, এ ও অ্যা – এই তিনটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে উচ্চাচরণে জিহ্বা প্রসারিত থাকে বলে এদের বলে প্রসারিত ধ্বনি .....

ঙ) আ – হল এমন এক স্বরধ্বনি, যা উচ্চারণের সময় অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে ফাঁক থাকে সর্বাধিক। তাই একে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলা হয়ে থাকে। .....

চ) ভাষাতত্ত্বের বিচারে বাগ্‌যন্ত্র হল কথা বলার যন্ত্র। .....

ছ) ফুসফুস-চালিত বায়ুপ্রবাহ-জাত ধ্বনির দুটি ভাগ হল – প্রতিহত বা স্পর্শ ধ্বনি এবং প্রতিবাহিত বা প্রবাহী ধ্বনি। .....

জ) জিহ্বার পশ্চাৎ-ভাগ তালুর পশ্চাৎ-দিকের নরম অংশ বা স্নিগ্ধতালুতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে অলিজিহ্ব ধ্বনি বলে। .....

ঝ) দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি বাংলায় পাওয়া যায় না। ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী ভাষার কিছু ধ্বনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। .....

ঞ) যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার সময় সেই ধ্বনিটির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশ্রিত হয় না তাকে সঘোষ ব্যঞ্জন বলে।

৩) সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হতে পারে, তাকেই বলে .....।

খ) প্রবাহিত ধ্বনি দু'রকম হয়, ... ও মৌখিক।

গ) ..... ধ্বনি উচ্চারণ কালে জিভের অগ্রভাগ গোল হয়ে বেঁকে যায় এবং জিভের সম্মুখ-প্রান্ত উপরে উঠে পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে ঘুরে যায়।

ঘ) সাধারণত বর্গীয় বর্ণের প্রথম ও ..... ধ্বনি হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

ঙ) জিহ্বার কম্পনের ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে..... বলে।

চ) জিহ্বাশিখর বা জিহ্বাপ্রান্ত উপরের দাঁতে শ্বাসবায়ুকে বাধা দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে ..... বলে।

ছ) ওষ্ঠ যদি দু'দিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল হয়ে ..... আকার ধারণ করে তবে সেই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে।

১.২.৮ উত্তর-সংকেত

১) ক) ১

খ) ২

গ) ৩

ঘ) ৩

ঙ) ১

চ) ৩

ছ) ১

জ) ৩

ঝ) ২

ঞ) ১

ট) ৩

ঠ) ৩

২) ক) অশুদ্ধ খ) শুদ্ধ গ) শুদ্ধ ঘ) শুদ্ধ ঙ) অশুদ্ধ চ) শুদ্ধ ছ) শুদ্ধ জ) অশুদ্ধ ঝ) শুদ্ধ ঞ) অশুদ্ধ

৩) ক) স্বরধ্বনি খ) নাসিক্য গ) প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বা মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ) তৃতীয় ঙ) কম্পিত ধ্বনি চ) দন্ত্য ধ্বনি ছ) কুঞ্চিত

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY